আজ পবিত্র শবে মিরাজ রহমত ও আত্মশুদ্ধির মহিমান্বিত রাত

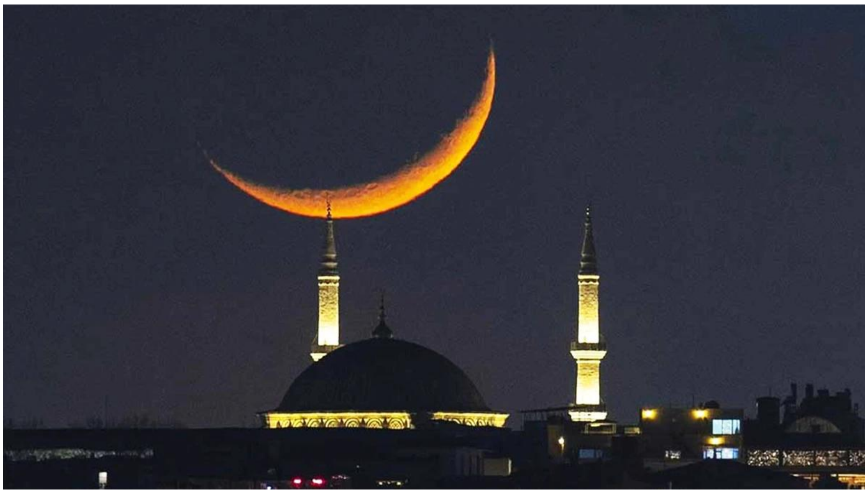

সংগৃহীত ছবি

আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) পবিত্র শবে মিরাজ

ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এই রাতটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ইবাদত, দোয়া ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে পালন করে থাকেন। বিশ্বাসীদের কাছে এটি শুধু স্মরণীয় একটি ঘটনা নয়, বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিশেষ সুযোগ।

হিজরি সনের রজব মাসের ২৬ তারিখ রাতে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক মিরাজের ঘটনা। এই রাতেই মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তাঁর প্রিয় রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.) আসমানি সফরের সৌভাগ্য লাভ করেন। মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে উর্ধ্বাকাশে গমন করে তিনি আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। এই মহিমান্বিত সফরের মাধ্যমেই মুসলমানদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার বিধান আসে, যা ইসলামের মূল স্তম্ভগুলোর একটি।

ইসলামি বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (সা.) 'বুরাক' নামের বিশেষ বাহনে আরোহন করে মিরাজে গমন করেন। এ সময় তিনি সিদরাতুল মুনতাহা, ফেরেশতাদের ইবাদতখানা বায়তুল মামুর, জান্নাতের নদীসহ বহু আসমানি নিদর্শন পরিদর্শন করেন। এসব ঘটনা মুসলমানদের ঈমানকে দৃঢ় করে এবং আল্লাহর ক্ষমতা ও করুণার গভীরতা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শবে মিরাজের রাত তাই মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও বরকতময়। এই রাতে নফল নামাজ আদায়, পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা হয়। অনেকেই অতীতের ভুলের জন্য তওবা করেন এবং ভবিষ্যতে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপনের অঙ্গীকার করেন।

এই পবিত্র রাতের মূল শিক্ষা হলো আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। শবে মিরাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ইবাদতের মাধ্যমে শুধু ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয়, বরং সমাজে ন্যায়, সততা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার দায়ও আমাদের ওপর বর্তায়। তাই এই মহিমান্বিত রাত হোক আত্মগঠন ও আলোকিত জীবনের পথে নতুন করে ফিরে আসার প্রেরণা।